বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

ক্রীড়া পরিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম (২য় তলা), ঢাকা ১০০০
www.ds.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোহাঃ মোমিনুর রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)
পরিচালক
ক্রীড়া পরিদপ্তর

সম্পাদনা
মো: তারিকউজ্জামান
সহকারী পরিচালক, প্রশাসন
ক্রীড়া পরিদপ্তর

পরিকল্পনা ও ডিজাইন
ইনসেট মিডিয়া

মুদ্রণ
টি এম এন্টারপ্রাইজ

মুখবন্ধ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন, শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার চর্চা, মহিলা ক্রীড়ার বিকাশ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) এবং ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে মাস্টার্স অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) কোর্স পরিচালনা করে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, সাঁতার, কাবাডি, রাগবি, টেবিল টেনিস, দাবা, ব্যাডমিন্টন, জিমন্যাস্টিকস, অ্যাথলেটিকস বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪টি জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসূচি বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া ক্রীড়া পরিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বীচ ফুটবল টুর্নামেন্ট, জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার এবং নারী হকি খেলোয়াড় সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজন করে তাদেরকে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী ক্রীড়া পরিদপ্তর অন্যান্য খেলার সাথে বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জিতে আবশ্যিকভাবে দেশের ৬৪ জেলায় সাঁতার প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ খেলার আয়োজন এবং প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করে থাকে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, ক্রীড়া পরিদপ্তর আয়োজিত ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার প্রতিযোগিতা এবং মেয়েদের হকি প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের ফলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রায় দেড় লক্ষ কিশোর-কিশোরী খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের উক্ত কার্যক্রমের ফলে ফুটবলে বয়সভিত্তিক জাতীয় দলে ০৪ জন, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগে ০৩ জন, ঢাকা প্রিমিয়ার ক্লাবের হয়ে BFF U-18 Football Tournament এ ১০জন, ১ম বিভাগে ০৫ জন, ২য় বিভাগে ৩জন, সাইফ পাওয়ার একাডেমীতে ১জন এবং সিলেট বিকেএসপিতে ১জন খেলোয়াড় খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৮ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৮ এর ৪ জন খেলোয়াড়কে ব্রাজিলে ১মাসের উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত করা হয় এবং উক্ত ৪জন খেলোয়াড় ব্রাজিলে ১ মাসের উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে ঢাকার প্রথিতযশা ক্লাবে নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "এয়ার এশিয়া জুনিয়র হকি প্রতিযোগিতা ২০১৯" এ অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক হকি খেলোয়াড় হিসেবে নিজেদের নাম লিখিয়ে ইতিহাস রচনা করে বাংলাদেশের ১৮ জন নারী হকি খেলোয়াড়। একই ভাবে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত "এশিয়ান রাগবি সেভেন টুর্নামেন্ট ২০১৯" এ অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের মর্যাদা লাভ করে ৬ জন নারী রাগবি খেলোয়াড়। ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে বিভিন্ন ইভেন্টে সদ্য সমাপ্ত সাউথ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৬ জন। এছাড়া জেলা ক্রীড়া অফিসের অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার কর্মসূচির মাধ্যমে গড়ে উঠা ১২জন খেলোয়াড় "জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা ২০১৯" এর বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী হয়ে পদক লাভ করে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা পরবর্তীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক, প্রভাষক ও প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১ম শ্রেণির পদে ৫৮ জন (প্রভাষক হিসেবে ২৬ জন এবং জেলা ক্রীড়া অফিসার হিসেবে ৩২ জন) চাকুরি লাভ করে। এর ফলে খেলাধুলার মান উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষিত বেকার যুব শ্রেণির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোহাঃ মোমিনুর রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)
পরিচালক
ক্রীড়া পরিদপ্তর
ফোন ঃ ৯৫৭৫৭৯৭

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের জন্য ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত ক্রীড়া কার্যক্রম বার্ষিক ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী দেশের ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড়দের পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর অনূর্ধ্ব-১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খেলাধুলার চর্চা এবং ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবি, জিমন্যাস্টিকস্, অ্যাথলেটিকস্ এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে কার্যকরী ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা, ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমাতায়ন এবং সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সুবিধাবলী উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি ২০১৮-২০১৯ এর মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবলে ১২৮টি, ক্রিকেটে ৬৪টি, হকিতে ২৩টি, ভলিবলে ৪৭টি, হ্যান্ডবলে ৩৯টি, দাবাতে ১৩টি, কাবাডিতে ১৮টি, সাঁতারে ৬৪টি, ব্যাডমিন্টনে ৩৭টি, অ্যাথলেটিকসে ৬৪টি, জিমন্যাস্টিকসে ০২টি, রাগবিতে ১০টি, টেবিল টেনিসে ০৩টি এবং গ্রামীণ ক্রীড়ার ১২৮টি কার্যক্রম এবং ৬৪ জেলায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

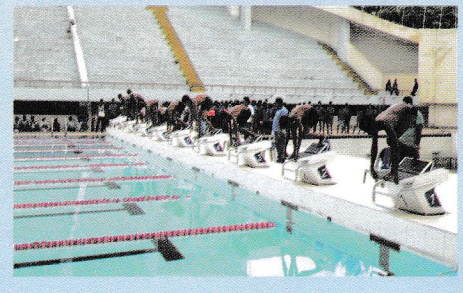

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির পরিসংখ্যান

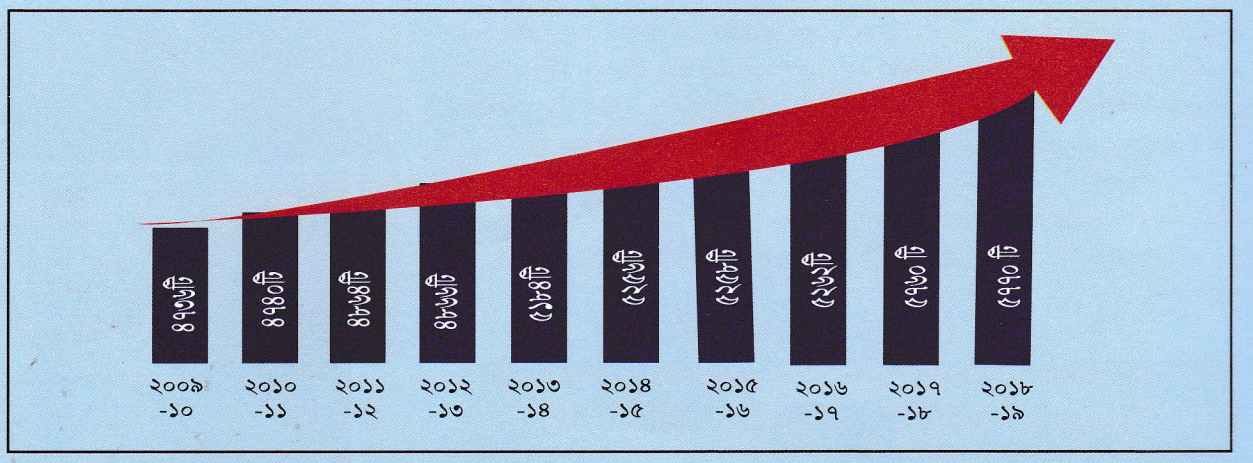

■ *ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্রীড়া কার্যক্রমের সংখ্যা*

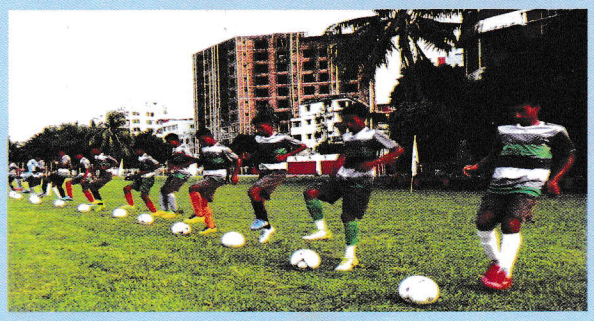

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল এর পরিসংখ্যান

অর্থবছর	জেলা পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বিভাগীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রতিভাবান অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের প্রশিক্ষণ প্রদান
২০১৫-১৬	২৫৮০ জন	১৮৯ জন	১১২ জন	৩৫ জন	৩৫ জন
২০১৬-১৭	২৮৮০ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৯ জন
২০১৭-১৮	৩০১০ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৮ জন
২০১৮-১৯	৩০১৫ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৯ জন

মেয়েদের হকি প্রশিক্ষণ :

ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে প্রথমবারের মতো মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াকর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত ৫৫ জন প্রতিভাবান মহিলা হকি খেলোয়াড়দেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরপর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দ্বিতীয়বার মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর উক্ত ৬০ জন হকি খেলোয়াড়কে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তিন বছর ধারাবাহিক এ প্রশিক্ষণের ফলশ্রুতিতে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক " এয়ার এশিয়া ওমেন্স জুনিয়র এইচ এফ কাপ ২০১৯" হকি টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ নারী হকি দল অংশগ্রহণ করে। এটা বাংলাদেশ নারী হকির জন্য একটি ইতিহাস।

মহিলা হকির উন্নত আবাসিক প্রশিক্ষণ

অর্থবছর	খেলোয়াড়ের সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সংখ্যা
২০১৬-১৭	৫৫ জন	২৩ জন
২০১৭-১৮	৬০ জন	৩২ জন
২০১৮-১৯	৬০ জন	৩৫ জন

ছেলে ও মেয়ে নিয়ে কক্সবাজারে বীচ ফুটবলের আয়োজন

অর্থবছর	ছেলে	মেয়ে
২০১৭-১৮	৪৮ জন	৪৮ জন
২০১৮-১৯	৪৮ জন	৪৮ জন

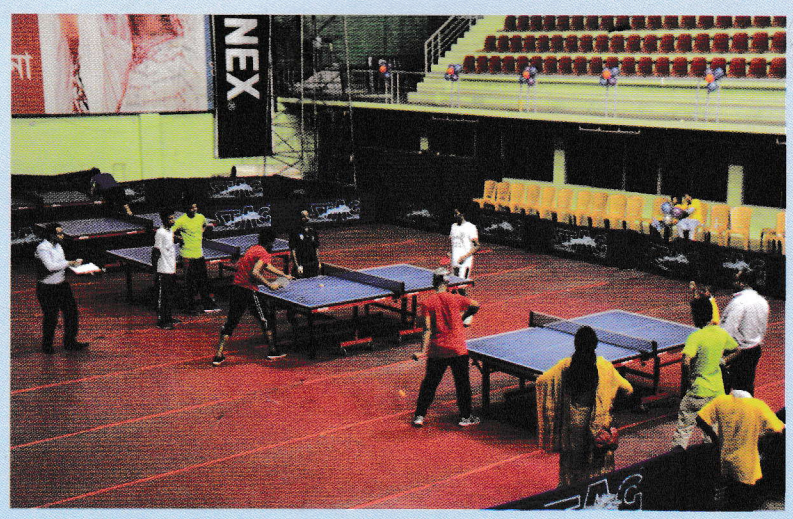

অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া :

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রিকেট কার্নিভ্যাল, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ক্রীড়া পরিদপ্তর। এছাড়া যশোর ও বরিশাল জেলায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য ওয়ার্কশপ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অটিস্টিক শিশুদের জন্য টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও বোচি খেলার আয়োজন করা হয়।

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ :

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাভুক্ত দেশের ৬টি বিভাগে ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ রয়েছে। উক্ত শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী যুব ও যুব মহিলাদের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রী ও ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে মাস্টার্স অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে এক বছরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা বিপিএড ডিগ্রী লাভ করে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করে।

২০১৯ সালে ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে ৩৪৩ জন প্রশিক্ষণার্থী বিপিএড এবং ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী এমপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

মোঃ তারিকউজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ক্রীড়া পরিদপ্তর